কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাসে বাড়ছে নিরাপত্তা

রফিকুল ইসলাম ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিরাপত্তা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ জন্য একাডেমিক ও আবাসিক ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ শতাধিক স্থানে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। সঙ্গে ক্যাম্পাসে সাদা পোশাকে পুলিশের টহল বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। জঙ্গি সংগঠনের হুমকিসহ বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা মাথায় রেখে শিক্ষকদের নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। এর আগে বেশ কয়েকজন শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা জোরদারের প্রকল্পটি দীর্ঘদিন অর্থাভাবে পড়ে ছিল। এখন অর্থসংকট কেটেছে। প্রাথমিকভাবে কলাভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদের ভেতর ও বাইরে এবং ফুলার রোডের আবাসিক ভবনে ক্যামেরা স্থাপিত হবে। পরবর্তী সময়ে অন্য ক্যামেরাগুলো স্থাপন করা হবে। এতে শিক্ষকদের আতঙ্ক দূর হবে ও নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার হবে।

সূত্র জানায়, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা জোরদার-সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্পাসের প্রতিটি প্রবেশপথ, টিএসসি, উপাচার্য বাসভবন, ফুলার রোডসহ জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবনও সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে। সব মিলিয়ে পুরো ক্যাম্পাসে ১০৪টি স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপিত হবে। সাদা পোশাকে পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থাও থাকছে। এতে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার হবে ও যেকোনো ধরনের অপরাধও কমে আসবে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার পঠনপাঠন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিও হুমকি এসেছে। এতে শিক্ষকদের মধ্যে এক ধরনের চাপ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ধরনের ভয় চলতে থাকলে মুক্তবুদ্ধির চর্চা হুমকিতে পড়বে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।'

২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হুমায়ুন আজাদ টিএসসি এলাকায় হামলার শিকার হয়ে জার্মানিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গত বছর বইমেলা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অজয় রায়ের ছেলে অভিজিৎ রায়কে রাজু ভাস্কর্যসংলগ্ন এলাকায় কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর ঢাবি শিক্ষক আবুল কাশেম ফজলুল হকের ছেলে ফয়সল আরেফিন দীপনকে আজিজ সুপার মার্কেটে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষককে চিঠি পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দেয় জঙ্গি সংগঠন। এ ঘটনার পর উপাচার্যের জন্য সার্বক্ষণিক পানম্যান দেওয়া হয়েছে। বাড়ির সামনে রয়েছে পুলিশি পাহারা। প্রশাসনিক ভবন ও উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে পেছনে চারদিকেই রয়েছে সিসি ক্যামেরা। সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীর মনোবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ক্যাম্পাসে পোস্টারিং করেছে। তাঁর জন্য পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।